ইসলামী দা‘ওয়াহ প্রসারে গণমাধ্যমের অবদান
[বাংলা – Bengali – بنغالي[

ড. মো: আব্দুল কাদের

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

دور الإعلام في نشر الدعوة الإسلامية

« باللغة البنغالية »

د. محمد عبد القادر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

1434 - 2013

IslamHouse.com

ইসলামী দা‘ওয়াহ প্রসারে গণমাধ্যমের অবদান ক.ইসলামের দৃষ্টিতে গণমাধ্যম ব্যবহারের গুরুত্ব

গণমাধ্যম আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামের প্রচার-প্রসারে গণমাধ্যমের গুরুত্ব অত্যাধিক। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যজনের নিকট তথ্য ও ধারণা রূপান্তর করা যায়। ফলে ইসলামী দা‘ওয়াহ কার্যক্রম আধুনিককালে গণমাধ্যম ব্যতীত সফলভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ ধরনের মাধ্যমের ব্যবহার সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

কুরআনুল কারীম মিডিয়া ও ইনফরমেশনের গ্রন্থ। আল কুরআনে দা‘ওয়াহ এর সর্বপ্রথম যে নির্দেশনা এসেছে তাতেও মিডিয়ার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। মিডিয়া বিভিন্নভাবে কাজ করে। যেমন: নির্দেশনা দান, বক্তব্য, অংকন, ঘোষণা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি। আর আল কুরআন হল একটি Textual Media (মূলপাঠ সংক্রান্ত মিডিয়া)। কুরআন অবতীর্ণের সূচনাকালে যে প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়েছিল তার বিশ্লেষণ করলে মিডিয়ার সকল উপাদান পাওয়া যায়।
3

মিডিয়ার উপাদান পাঁচটি। যথা :

1. প্রেরক (Sender)
2. গ্রাহক (Receiver)
3. সংবাদ (Massage)
4. চ্যানেল (Channel)
5. উদ্দেশ্যাবলী (Objectives)

মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর প্রথম নাযিলকৃত ওহীর আয়াত হলো :

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥﴾ [العلق: ١، ٥]

‘‘পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।’’[1]

এখানে প্রেরক হলেন আল্লাহ তা ‘আলা, গ্রাহক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সংবাদ হলো ইসলাম, চ্যানেল

---

[1] . সূরা আল্-আলাক্ব : ১-৫।

4

হলেন জিবরাঈল ‘আলাইহিস সালাম, আর উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির হিদায়াত।

2

এছাড়াও আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে যুগে যুগে তাদের হেদায়াতের জন্য যেমন নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাদেরকে সমকালীন শ্রেষ্ঠ মাধ্যম আয়ত্ব করে দিয়েছেন এবং তা দিয়ে জাতিকে হেদায়াতের আলোকবর্তিকা দেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে সাহিত্যের উৎকর্ষ থাকায় তাঁকে যে মাধ্যম ব্যবহার করতে হয়েছে তা ছিল আল্-কুরআন, যা যুগ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য (Textual Media)।

এরূপে মূসা ‘আলাইহিস সালাম এর যুগে জাদুবিদ্যার প্রভাব থাকায় তাকে সেটার মত বস্তু দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মুযিজা ছিল সমকালীন শ্রেষ্ঠ জাদুস্বরূপ- হাত বগল থেকে বের করলে সর্প হয়ে যাওয়া। তিনি শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন না। তাই তাকে সহযোগিতা করার জন্য গণমাধ্যমরূপে শুদ্ধভাষী ও স্পষ্টভাবে বক্তব্য

2

. আবু সুলাইমান, আব্দুল হামীদ, আল ‘ই‘লামুল ইসলামী ওয়া আলাকাতুল ইনসানীয়্যাহ, রিয়াদ: ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ, ১৯৭৬, পৃ. ১৮১, ১৮২।

প্রদানকারী হারুন ‘আলাইহিস সালাম -কে প্রেরণ করেছেন। কুরআনে এসেছে ,

﴿ قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي ٢٥ وَيَسِّرۡ لِيٓ أَمۡرِي
٢٦ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي ٢٧ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي ٢٨
وَٱجۡعَل لِّي وَزِيرٗا مِّنۡ أَهۡلِي ٢٩ هَٰرُونَ أَخِي ٣٠
ٱشۡدُدۡ بِهِۦٓ أَزۡرِي ٣١ وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي ٣٢ ﴾
[طه: ٢٥، ٣٢]

‘‘মূসা বললেন , ‘হে আমার রব ! আমার বক্ষ সম্প্রসারিত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনদের মধ্য থেকে। আমার ভাই হারূনকে। তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন। ’’[3]

পরিশেষে ফেরআউনের জাদু পরাস্ত হল এবং সকল জাদুকর ঈমান আনলেন। মহান আল্লাহ বলেন-

﴿ قَالَ بَلۡ أَلۡقُواْۖ فَإِذَا حِبَالُهُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إِلَيۡهِ
مِن سِحۡرِهِمۡ أَنَّهَا تَسۡعَىٰ ٦٦ فَأَوۡجَسَ فِي نَفۡسِهِۦ
خِيفَةٗ مُّوسَىٰ ٦٧ قُلۡنَا لَا تَخَفۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٦٨
وَأَلۡقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓاْۖ إِنَّمَا صَنَعُواْ

---

[3] . সূরা ত্বা -হা : ২৫-৩২।

6

كَيۡدُ سَٰحِرٖۖ وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ ٦٩ فَأُلۡقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدٗا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠ ﴾
[طه: ٦٦، ٧٠]

‘‘তারা বলল, ‘হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর নতুবা আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হই। মূসা বললেন, ‘বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।’ অতঃপর তাদের জাদুর প্রভাবে হঠাৎ মূসার মনে হল তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। তখন মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলেন। আমি বললাম, ‘ভয় করবেন না, আপনিই উপরে থাকবেন। ‘আর আপনার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করুন, এটা তারা যা করেছে তা খেয়ে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো শুধু জাদুকরের কৌশল। আর জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।’ অতঃপর জাদুকরেরা সিজদাবনত হল, তারা বলল, ‘আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম’।’’[4]

অনুরূপভাবে ইব্রাহিম ‘আলাইহিস সালাম প্রতিবছর একবার একটি স্থানে একত্রিত হওয়ার জন্য মানুষকে আহবান করেছেন। তিনি কাবাঘর তৈরি করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা এ ঘরকে মানব জাতির জন্য ইবাদতগৃহ বানিয়ে দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে,

---

[4] . সূরা ত্বাহা: ৬৫-৭০।

7

﴿ وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ مَثَابَةٗ لِّلنَّاسِ وَأَمۡنٗا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١٢٥ ﴾ [البقرة: ١٢٥]

‘‘আর স্মরণ করুন , যখন আমরা কা ‘বাঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম , তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর। আর ইব্রাহীম ও ইসমা ‘ঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম তাওয়াফকারী , ই‘তিকাফকারী , রুকূ ‘ ও সিজ্‌দাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে। ’’[5]

সুলাইমান ‘আলাইহিস সালাম -কে মহান আল্লাহ অসংখ্য যোগাযোগ শক্তি দান করেছিলেন। এমনকি তিনি পাখিদের ভাষাও বুঝতে পারতেন। সাবার রাণীর অবস্থান তিনি হুদহুদ পাখির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। কুরআনে এসেছে ,

﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيۡرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى ٱلۡهُدۡهُدَ أَمۡ كَانَ مِنَ ٱلۡغَآئِبِينَ ٢٠ ﴾ [النمل: ٢٠]

---

[5] . সূরা আল্ -বাকারাহ : ১২৫।

8

‘‘ আর সুলাইমান পাখিদের সন্ধান নিলেন এবং বললেন, ‘আমার কি হলো যে, আমি হুদহুদকে দেখছি না ! না কি সে অনুপস্থিত ?’’[6]

দাউদ ‘আলাইহিস সালাম অত্যন্ত বাগপটু ছিলেন , তিনি সুললিত কন্ঠে আল্লাহর বাণী আবৃত্তি করতেন। পাখিরা তার আবৃত্তি উপভোগ করতে একত্রিত হতো। এ মর্মে কুরআনে এসেছে ,

﴿ إِنَّا سَخَّرۡنَا ٱلۡجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحۡنَ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِشۡرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيۡرَ مَحۡشُورَةٗۖ كُلّٞ لَّهُۥٓ أَوَّابٞ ١٩ وَشَدَدۡنَا مُلۡكَهُۥ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡحِكۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱلۡخِطَابِ ٢٠ ﴾ [ص: ١٨، ٢٠]

‘‘নিশ্চয় আমরা অনুগত করেছিলাম পর্বতমালাকে , যেন এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং সমবেত পাখীদেরকেও ; সবাই ছিল তার অভিমুখী। আর আমরা তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম হিকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা[7]।’’

এছাড়াও তিনি লোহার ব্যবহার সহজ করে দিয়েছিলেন যাতে তিনি তা দ্বারা সভ্যতার উন্নতি সাধন করতে পারেন।

---

[6] . সূরা আন্ -নামল : ২০।

[7] . সূরা ছোয়াদ : ১৮-২০।

9

অতএব, বলা যায় যে, সকল নবী-রাসূল সমকালীন শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তার যথোপযুক্ত ব্যবহার করে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। সাধারণভাবে সকলে মৌখিক যোগাযোগ ও সভ্যতার উন্নয়নে অবদান রেখেছিলেন।

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দা‘ওয়াতী কর্মে গণমাধ্যমের ব্যবহার

মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পথে শ্রেষ্ঠ দা‘ঈ হিসেবে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদদান ও জাহান্নাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করাসহ কল্যাণের পথে আহবান করা ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ٤٦ ﴾ [الاحزاب: ٤٥، ٤٦][৪]

‘‘হে নবী! অবশ্যই আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।

---

[৪] . সূরা আল্-আহযাব : ৪৫, ৪৬।

10

এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।’’

মূলতঃ দা‘ওয়াতের মাধ্যমেই রোম, পারস্যসহ পৃথিবীর দিগদিগন্তে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের ময়দানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুবাহিনীকে দীন গ্রহণের দা‘ওয়াত দিতেন। এভাবে ৮ম হিজরীতে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করে চিরশত্রুকেও ক্ষমা করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ইসলাম বিদ্বেষী পাশ্চাত্য পন্ডিতবৃন্দ ‘তলোয়ারের সাহায্যে দীন প্রচার হয়েছিল’ মর্মে অপপ্রচার চালাচ্ছে। যা কখনও বিশুদ্ধ নয়। বরং সমকালীন শ্রেষ্ঠ মিডিয়ার অনুসরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দা‘ওয়াতী কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে তাঁর দা‘ওয়াহ কর্মে গণমাধ্যমের ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

এক. মৌখিক/বাচনিক মাধ্যম

তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বক্তব্য দ্বারা মানুষকে আকৃষ্ট করতেন। বাচনিক দিক দিয়ে তিনি এমন একজন বিতার্কিক ও বাগ্মী ছিলেন যে, তার সমকক্ষ

কেউ নেই। এটা তার অন্যতম মু‘জিযা, পবিত্র কুরআন অস্বীকারকারীরা কুরআন নাযিলকৃত হওয়া বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় করলে তিনি তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআন তাঁর সে চ্যালেঞ্জকে বিশ্ববাসীর জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে।

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٢٣ ﴾ [البقرة: ٢٣]

‘‘আর আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী-সাহায্যকারীকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’’[9]

অতঃপর বলেন,

﴿ أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣٨ ﴾ [يونس: ٣٨]

---

[9] . সূরা বাকারাহ : ২৩।

12

‘‘নাকি তারা বলে, ‘তিনি এটা রচনা করেছেন?’ বলুন, ‘তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’’[10]

আরো বলা হয়েছে,

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ
بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ
بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ٨٨ ﴾ [الاسراء: ٨٨]

‘‘বলুন, ‘যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না।’’[11]

এছাড়াও কবিতা আবৃত্তি, যুদ্ধের উৎসাহব্যাঞ্জক কবিতা অন্যতম ছিল। সে সময় কিছু সংখ্যক প্রসিদ্ধ কবি ও কাব্যকারেরা তার সংস্পর্শে এসে এ আবৃত্তিতে আরো অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে তুফাইল ইবন আমর আদ্-দাউসী, হান ইবন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, কা‘ব ইবন যুহাইর অন্যতম ছিলেন।

---

[10] . সূরা ইউনুস: ৩৮।

[11] . সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৮।

13

দুই . পাহাড়ের চূঁড়ায় আরোহন

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কাবাসীরা বিপদজনক কোন সংবাদ বা ঘটনা দেখলে তা সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করার জন্য সাফা পাহাড়ে আরোহন করত, তার কাপড় ছুড়ে ফেলত এবং লোকজনকে ঘটনা শুনাত বা সংবাদ সম্পর্কে অবগত করত যেন তারা সতর্ক হয়ে যায়।[12]

ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে প্রকাশ্যে দা 'ওয়াত উপস্থাপনের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পদ্ধতিটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে এসেছে ,

''একদা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের চূঁড়ায় আরোহনের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং আরোহন করে উচ্চস্বরে يا صباحاه (হে প্রভাতকালের বিপদ) একথা বলে তিনি চিৎকার দিতে লাগলেন। লোকজন বলাবলি করতে লাগলো - কে চিৎকার করছে ? তারা বললো- মুহাম্মাদ। অবশেষে তারা তাঁর কাছে সমবেত হলো। সকলে উপস্থিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

---

[12] . Puthige, Abdus Salam Shafi, *Towards Performing Da`wah*, UK: International Council for Islamic Information, 1997, P. 108.

14

হে অমুক সম্প্রদায়, হে অমুক সম্প্রদায়, হে আব্দুল মানাফের বংশধর; হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর। এবার তারাও একত্রিত হলো। তখন তিনি (রাসূল সা.) বললেন, আমি যদি বলি যে, এ পাহাড়ের অপর পাশে এক বিরাট শত্রুবাহিনী রয়েছে, তারা তোমাদের উপর এখনই আক্রমন করবে। তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? সমবেত সকলে জবাব দিল, আমাদের জানামতে তুমি কখনও মিথ্যা কথা বলোনি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহর আযাব আসার পূর্বে আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, তোমরা সে আযাব থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা কর।’’

13

তিন. জন সমাবেশস্থলে গমন

দা‘ওয়াত দানকারী সর্বদা মাদ‘উ তথা দা‘ওয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য যে সব স্থানে জনগণ একত্রিত হয় এবং অধিক সংখ্যক সমাগম থাকে সেখানে গমন করেন। তৎকালীন আরবে মানুষ সাধারণত কোন মেলা অথবা বাজার কেন্দ্রিক

13

. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৭৭০।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নিষেধ করতেন। শুধু তাই নয় , এসব কাজকে তিনি রাস্তার হক বলে চিহ্নিত করেছেন। সহীহ বুখারীতে এসেছে ,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ إِذْ أَتَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ

‘‘আবু সাঈদ খুদরী (রা .) হতে বর্ণিত নিশ্চয় নবী -করিম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন , তোমরা রাস্তায় বসা হতে বিরত থাক। অতঃপর তারা বলল : হে আল্লাহর রাসূল আমাদের পরস্পরের মাঝে আলাপচারিতার (রাস্তা বাদে) আর কোনো স্থান নেই। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহলে তোমরা বসবে তবে রাস্তার হক আদায় করবে। রাস্তার হক কী হে আল্লাহর রাসূল ? তিনি বলেন , চক্ষু সংযত রাখবে , কষ্টদায়ক জিনিস হতে দূরে থাকবে , আর

17

সালামের জবাব দিবে, সৎকাজে আদেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে

16।

চার. দেশ থেকে স্থানান্তর হওয়া

মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী দা‘ওয়াহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে হাবশায় হিজরত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি নিজেও ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা হতে প্রায় ৪৩০ কিলোমিটার দূরবর্তী শহর মদীনাতে গমন করেন। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর এ হিজরত ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নতুন এক সমাজ ও মুসলিম ভাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া মদিনার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন আরব অধিবাসীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। পরিশেষে দেখা গেল যে, মক্কার চেয়ে অধিক হারে মদীনাবাসী তাঁর এ আহবানে সাড়া দিয়েছিল। এমনকি, তিনি সেখানে একটি মডেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে দা‘ওয়াহ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। মূলতঃ মদীনাতেই সর্বপ্রথম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

16

. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬২২৯।

পাঁচ. মসজিদ

ইসলামী দা‘ওয়াহ কার্যক্রমের অন্যতম কেন্দ্র হলো মসজিদ। মুসলিমগণের পরস্পরের মাঝে দৈনিক পাঁচবার মসজিদে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। ফলে ইসলামী দা‘ওয়াহ কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। হিজরতের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এটিকে শুধু নামাযের স্থান হিসেবে বেঁছে নেন নি। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম তিনি এখান থেকে পরিচালনা করতেন। সাহাবীগণের দীনী যোগ্যতা বৃদ্ধি, কুরআন শিক্ষাদান, বিভিন্ন নির্দেশনামূলক বক্তব্য, সবই মসজিদে প্রদান করা হতো। সংবাদপত্র, রেডিও, ফিল্ম, লাইব্রেরী প্রভৃতি ইসলাম প্রসারে যা অগ্রগতি করে তার চেয়ে আরো অধিক অগ্রগতি দেখাতে পারে মসজিদ ভিত্তিক দা‘ওয়াহ কার্যক্রম। এটি মানুষের জন্য ইবাদত, শিক্ষা, প্রশাসন এবং রিসোর্স কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছিল, আর আজও তা করতে পারে।

17

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দীনী শিক্ষা দেওয়ার জন্য মসজিদে

17

. আবূ সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০, ৪৬১।

[illegible][18]

[illegible]

[illegible]

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا القِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، فَقَالَ

18 . [illegible], *[illegible]*, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

‘‘[illegible] (..) [illegible] [illegible] [illegible]

‘‘নিশ্চয় একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে সাহাবীদের সাথে নিয়ে বসে আছেন। এসময় হঠাৎ তিনজন লোক গমন করল। এদের দু’জন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে গমন করল অতঃপর সেখানে অবস্থান করল। এ দু’জনের একজন লোকজনের মধ্যে একটু ফাঁকা স্থান দেখে বসে পড়লো। অপরজন পেছনে বসল। আর তৃতীয় ব্যক্তি পিছনে হটে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলা থেকে বিরত হলেন, তখন তিনি বলেন: আমি কি তোমাদেরকে তিনজন লোক সম্পর্কে জানিয়ে দিব। তাদের একজন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইল, আর আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। দ্বিতীয় জন অনুপ্রেরণা চাইল। আর আল্লাহ তাকে অনুপ্রেরণা দিলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, আর আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন

20।

এভাবে মসজিদ দীন ও দুনিয়ার অন্যতম এক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত ছিল।

ছয়: খুৎবা বা ভাষণদান

20

. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, বাবু মান ক্ব‘আদা হাইসু ইয়ানতাহি বিহিল মাজলিস ওয়া মিন রা’য়িন, হাদীস নং ৬৬।
22

ইসলামী দা ‘ওয়াহ সম্প্রসারণে খুতবা একটি কার্যকরী মাধ্যম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সামনে ভাষণ দেয়ার জন্য দণ্ডায়মান হতেন। সর্ব সাধারণের নিকট ইসলামের বাণী প্রচারের এটি অন্যতম মাধ্যম। যেহেতু এ কাজটি সম্পন্ন করা অত্যাবশ্যক। সেহেতু নবী -রাসূলগণের অন্যতম দায়িত্ব ছিল দীনের প্রচার ও প্রসার। এ মর্মে কুরআনে এসেছে ,

﴿ وَمَا عَلَيۡنَآ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ١٧ ﴾ [يس: ١٧]

‘‘আর স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। ’’[21]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে খুতবার ভূমিকা অপরিসীম। প্রকাশ্যে দা ‘ওয়াত শুরু হওয়ার পর থেকে নবী -করিম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন প্রতিনিধিদল , সৈন্যবাহিনী আগন্তুক , সকলের কাছে কল্যাণের দা ‘ওয়াত, দীন গ্রহণের আহবান ও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের দা ‘ওয়াত দেয়ার জন্য খুতবা দিতেন। এছাড়াও প্রত্যেক সপ্তাহে জুম ‘আর দিন, দুই ঈদের দিন ও হজ্জের সময়কার তাঁর ভাষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

---

[21] . সূরা ইয়াসিন : ১৭।

23

ছিল। এসব খুতবায় দীনী বিষয়ের পাশাপাশি দুনিয়ায় মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ, সমস্যা সমাধান ও দীনের মূলনীতির আলোচনা স্থান পেত।

22

পরবর্তীতে আলিমগণ এসব খুতবাকে ওয়ায অর্থে বুঝিয়ে থাকেন। ইসলাম মানব জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। সে লক্ষ্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগসহ মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল বিষয়ের নির্দেশনা এসব খুতবার বিদ্যমান থাকে।

ড. আহমদ গালূশ বলেন, দাঈগণ আজকের দিনে ওয়ায করেন, দীনের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দ্বারা মানুষকে সুসংবাদ দেন, চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা করেন অথবা ইবাদত ও শরী‘আতের মূলনীতি শিক্ষা দেন। বিচার-ফয়সালামূলক, রাজনৈতিক ও যুদ্ধ বিষয়ক বক্তব্য না দিয়ে তা আইনজীবি, নেতৃবৃন্দ ও সামরিক ব্যক্তিদের জন্য রেখে দেন।

23 এমনিভাবে

22

. মুহাম্মদ আল্-গাযালী, মা‘আল্লাহ (কায়রো: মাতবা‘আ হাসান, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৯৬ হি.) পৃ. ৩০৬।
23

. ড. আহমদ আহমদ গালূশ, কাওয়ায়েদুল খুতবাহ ওয়া ফিকহিল জুম‘আ ওয়াল ঈদাঈন (কায়রো: দারুল বায়ান,
১ম সংস্করণ ১৩৯৯) পৃ. ১৩।

হজ্জের সময় তিনি আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর দাঁড়াতেন এবং ভাষণ দিতেন। এক্ষেত্রে বিদায় হজ্বের ভাষণটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সাত. হজ্জের মৌসূম

হজ্জ বিশ্ব মুসলিমের এক মহা সম্মিলন। এতে অসংখ্য লোক একটি নির্দিষ্ট সময়ে কা‘বা সম্মুখে, হারাম এলাকা ও মক্কার বিভিন্ন স্থানে একত্রিত হয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ মক্কার কা‘বা ঘরকে সম্মান করতো। ইব্রাহিম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের ধর্মের অনুসারী হিসেবে এ ঘরের তাওয়াফ করার জন্য জমায়েত হতো। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী দা‘ওয়াহ প্রচারের জন্য এ সময়কে সর্বোচ্চ সুযোগ হিসেবে বেছে নিতেন। প্রত্যেক বছর তিনি আলাদাভাবে হজ্জের সময় আগত লোকদের তাঁবু পরিদর্শন করতেন। তিনি তাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতেন। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা, আকাবা ও মক্কার সকল স্থানে সমাগত লোকদের মাঝে গমন করতেন। তখন অধিকাংশ সময় দেখা যেত যে, তার কোনো সাহায্যকারী নেই, না আছে তার

25

কোনো দা‘ওয়াত গ্রহণকারী। হজ্বের মওসুমে কখনও কখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবু বকর (রা.), আলী (রা.) ও তাঁর চাচা আব্বাস (রা.) উপস্থিত থাকতেন। তারা সমাগত লোকদের নিকট পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দা‘ওয়াতের সময় তারা বিভিন্ন বংশের লোকদের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দা‘ওয়াতের পাশাপাশি মক্কার যুবকগণ সমাগত গোত্রসমূহের নিকট গিয়ে রাসূলের কথা শুনতে বারণ করত। তারা বলতো: মুহাম্মদ আমাদের পিতৃপুরুষদের ইলাহের বিরোধিতা করছে। সে আসলে একজন গণক। তার কাজ আমাদের মধ্যে পিতা-পুত্রে বিরোধ ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা।

24

হজ্বের মৌসুমে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলামের দা‘ওয়াত দিয়েছেন। যেসব গোত্রগুলো আরবের

24

. ইবন্ কাছির, আল্-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হি.) ১ম খন্ড, পৃ. ১৪৬।

সর্বত্র বিদ্যমান ছিল। যেমন: নাজদ, হিযায, ওয়াদিউল কুরা, তায়েফ, আল-ইয়ামামাহ্, হাদরামাউত। তেমনি সিরিয়া, ইরাক ও মিসর থেকে আগত লোকদের নিকটও দা‘ওয়াত পৌঁছে যায়। যেসব গোত্রের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দা‘ওয়াত দেন সেসব গোত্র হলো:

বনু আমের, বনু খছফা, কুদ্বা‘আ, গাচ্ছান, মারাহ, হানীফা, সালিম, আব্বাস, বনু নসর প্রমুখ। এভাবে তিনি মোট ১৭ গোত্রের নিকট দা‘ওয়াত পৌঁছিয়েছেন।

25

হজ্বের মৌসুমে দা‘ওয়াতের কারণে মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় ‘আকাবা নামক স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাই‘আত গ্রহণ করে। প্রথম বাইয়াতের বিষয়বস্তু ছিল: ইসলামের প্রাথমিক ইবাদতসমূহ নিয়মিত আদায় করা, দ্বিতীয় বাই‘আত ছিল, যারা দীন প্রচারের পথে বাধা সৃষ্টি করবে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে এবং সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু

25

. ইবন্ হিশাম, সীরাত, (কায়রো: মাকতাবাতু কুল্লিয়াতুল আযহারীয়্যাহ), তা. বি. পৃ. ৩৭।

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল।

26

আট. বিভিন্ন স্থানে পত্র ও দূত প্রেরণ

হুদায়বিয়ার সন্ধির অব্যাহতির পরেই ইসলামের দা‘ওয়াতকে বহিঃর্বিশ্বে পৌঁছানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট দূত মারফত চিঠি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। সেলক্ষ্যে তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে আটজন সাহাবীকে দূত হিসেবে প্রেরণের জন্য মনোনীত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে সেখানকার জনসাধারণের নিকট দা‘ওয়াত না দিয়ে শুধু রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট দা‘ওয়াত পাঠিয়েছিলেন।

এখানে তাঁর দূরদর্শীতার প্রমাণ মিলে। কেননা কোন জাতির রাষ্ট্রপ্রধান যদি ইসলাম

26

. ড. মো. আবুল কালাম পাটওয়ারী, রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম, কুষ্টিয়া: আব্দুল্লাহ সায়েম, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ৩৮।

গ্রহণ করে, তাহলে সে জাতির লোকজন তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করবে। সেজন্য তিনি প্রথমে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের প্রধানদের কাছে ইসলামের দা‘ওয়াত প্রদান করেন। নিম্নে দূতগণ ও রাষ্ট্রপ্রধানের নাম প্রদত্ত হলো:

1. আমর ইবন উমাইয়্যা আদ্দামেরীকে আবিসিনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান নেগাম
এর কাছে।
2. ‘আলা ইবন আল হাদরামীকে হিজরের রাজার নিকট।
3. হাতিব ইবন আবি বালতা‘আকে মিশরের রাজা মুকাওকিস-এর নিকট।
4. দিহইয়া ইবন খলীফা আল কালবীকে বাইজান্টাইনের শাসনকর্তা হিরাক্লিয়াসের কাছে।
5. আব্দুলাহ ইবন হুযায়ফা আল সামীকে ইরানের রাজা খসরু পারভেজ এর নিকট।
6. সূজা ইবন ওহাব কে গাসসানের রাজা হারিস-এর কাছে।
7. ‘আমর ইবন আল ‘আসকে আম্মানের শাসক জেইফার নিকট।
8. সালিত ইবন আমরকে ইয়ামামার প্রধান হাওজা ইবন আলী এবং ছুমামা ইবন আছাল এর নিকট পাঠান।

27

27

. ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, অনু: ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৩ সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ৩৩৮।

[illegible]

بِسم الله الـرَّحْمَن الـرَّحِيم - من مُحَمَّد رَسُـول الله إِلَى هِرقل عَظِيم الرّوم سَـلام على من اتبع الْهـدى - أما بعد فَإِنِّي أَدْعُوك بِدِعَايَةِ الْإِسْلَام - أسلم تسلم - أســلم يؤتك الله أجرك مـرَّتَيْنِ فَـإِن تـوليت فَـإِن عَلَيْك إِثْم الأريسـيين {يَا أهل الْكتــاب تَعَــالَوْا إِلَى كلمة ســواءٍ بَيْننَا وَبَيْنكُم أَلا نعْبد إِلَّا الله وَلَا نشْرك بِهِ شَـيْئا} إِلَى قَوْله {اشْـهَدُوا بِأَنا مُسلمُونَ}

[illegible]

দিকে আস যার সত্যতা আমাদের ও তোমাদের নিকট সমভাবে স্বীকৃত। তা হলো: আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবো না। তাঁর সাথে কাকেও শরীক করবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমাদের মধ্যে কোনো মানুষ অন্য মানুষকে প্রভূ বানিয়ে নিবে না। যদি তোমরা অমান্য কর, তবে সাক্ষী থাক আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আমরা মুসলিম।’’

28

আলোচ্য চিঠিতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে উঠে:

এক. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বের নবী। তাঁর রিসালাত সার্বজনীন।

দুই. ইসলাম প্রচারের অন্যতম মাধ্যম পত্র প্রেরণ ও দূত পাঠানো।

তিন. চিঠিতে তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্রাটদের যথাযথ মর্যাদা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেন এবং এর দ্বারা

28

. জালালউদ্দীন আস-সূয়ূতী, আবু আলী, আদ্-দুররুল মানসূর ফিত্ তাফসীর বিল মা’সূর, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৪।
31

তারা ইসলাম গ্রহণ করলেও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব হারাবে না তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদেরকে তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

চার. যেসব সম্রাট আহলে কিতাব তাদের সাথে ইসলামের তাওহীদের এক সুসম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর তাওহীদে অবিশ্বাসী হলে তাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুর ইবাদত পরিত্যাগ করার আহবান জানান।

পাঁচ. পত্রের মাধ্যমে প্রজাদের দীন গ্রহণে অনগ্রসরতার অপরাধে রাজাদের অপরাধী হওয়ার বিষয়ে তাদের সচেতন করেন।

সবশেষে চিঠি প্রেরণ ইসলামী দা‘ওয়াতের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। চিঠি ছাড়াও আজকাল অনেক যোগাযোগের মাধ্যম আবিস্কৃত হয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী ইসলামী দা‘ওয়াত সম্প্রসারণ করা অতীব সহজ।

নয়. বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে সংলাপ

ইসলামী দা‘ওয়াহ প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হলো সংলাপ। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকদের সাথে মদিনায় বিভিন্ন সময় সংলাপে লিপ্ত হতেন। তারা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করত। আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে দা‘ওয়াত দিতেন। নিম্নে এ ধরনের সংলাপের কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো:

[illegible]

[illegible]

عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ بَلَغَ عَبْـدَ اللَّهِ بْنَ سَـلاَمٍ مَقْـدَمُ رَسُـولِ اللَّهِ - صـلى الله عليه وسـلم - الْمَدِينَـةَ ، فَأَتَـاهُ ، فَقَـالَ إِنِّى سَـائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِىٌّ ، قَالَ مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّـاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَـامٍ يَأْكُلُـهُ أَهْـلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَىِّ شَىْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيـهِ وَمِنْ أَىِّ شَـىْءٍ يَنْـزِعُ إِلَى أَخْوَالِـهِ فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ - صـلى الله عليه وسلم خَبَّرَنِى بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ. قَـالَ فَقَـالَ عَبْـدُ اللَّهِ ذَاكَ

عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ . وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ . وَأَمَّا الشَّبَهُ فِى الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِىَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا. قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ ، إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلاَمِى قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِى عِنْدَكَ ، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَيْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم أَىُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ. قَالُوا أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا وَأَخْبَرُنَا وَابْنُ أَخْيَرِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ. قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ . فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . فَقَالُوا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا . وَوَقَعُوا فِيهِ

[illegible]

মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক ? তারা বলল : আমাদের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সন্তান। আমাদের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি এবং উত্তম ব্যক্তির সন্তান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন , যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে ? তারা বলল , আল্লাহ্ তাকে এ ধরনের কাজ করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম বের হয়ে বললেন , আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে , আল্লাহ্ ব্যতীত হক কোন মা ‘বুদ নেই , আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে , মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলল , সে আমাদের সবচেয়ে খারাপ লোক এবং খারাপ লোকের সন্তান। এভাবে তারা তার উপর আক্রমনাত্মক কথা বলতে লাগল [29]।

খ. নাসারাদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্ক

নাসারাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদীদের তুলনায় স্বল্প পরিামাণ ধর্মীয় বিতর্ক করেছেন। কারণ তারা মূলতঃ মদীনা

---

[29] . ইমাম বুখারী , *□□□□□□□□□□□*, হাদীস নং ৩৩২৯ , ৩৯১১, ৩৯৩৮, ৪৪৮০।

37

থেকে দূরে অবস্থান করত। ফলে মুসলিমদের সাথে তাদের খুব কম সাক্ষাত হতো। তারপরও যখনি কোন প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করত তখনি তারা ধর্মীয় বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হত। এক্ষেত্রে হাবশা ও নাজরানের নাসারাদের দৃষ্টান্ত উল্লখ করা যেতে পারে।

সীরাতে ইবন্ হিশামে এ জাতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সংলাপ এসেছে। যার বিষয়বস্তু হলোঃ নাসারাগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে ঈসা ইবন্ মারইয়াম সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করল। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈসা আলাইহিসসালামের পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করল এবং তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার অপবাদ ও মিথ্যা বলে বেড়াতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ ‘তোমরা জান যে, যত সন্তানই আছে তারা তাদের পিতার সদৃশ হয়? তারা বললঃ অবশ্যই । তিনি বললেনঃ তোমরা কি জান না যে, আমাদের প্রভুর

হয়েছে। তারপর তিনি খাবারও খেয়েছেন, পানও করেছেন এবং অপবিত্রও হয়েছেন? তারা বললঃ অবশ্যই। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে তোমরা যা ধারনা করছ তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এরপর তাদের সবাই চুপ হয়ে গেল। এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম থেকে আশির অধিক আয়াত নাযিল হয়।

30

গ. মুশরিকদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মীয় বিতর্ক

বিভিন্ন বর্ণনায় প্রায়শই দেখা যায় যে, কতিপয় মুশরিক দলবদ্ধভাবে ধর্ম সম্পর্কে বিতর্ক-জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তাঁর পাশে সমবেত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলোচনায় তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

31

তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

30

. ওয়াহেদী, আবুল হাসান আলী, আসবাবু নুযুলিল কুরআন, (সৌদী আরব, দারুল কিবলাহ, ১৪০৪ হি.) পৃ.৯০-৯১।
31

. ড. আহমদ শালাবী, আল-মানাহিজুল ইসলামিয়্যা, ১ম খন্ড, (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাতুল মিসরিয়্যা, ১৯৯৩), পৃ. ১৩৯।
40

1. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [

তখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বললঃ হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তুমি কি বিশ্বাস করনা যে, ঈসা নবী ছিলেন এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের মধ্যে একজন ছিলেন? যদি তুমি তোমার কথায় সত্য হও তাহলে তাদের ইলাহও তো তোমাদের বক্তব্যমত হওয়া উচিত। তখন কুরআনে ইরশাদ হলো, যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় তাতে শোরগোল আরম্ভ করে দেয়, এবং বলে, ‘আমাদের উপাস্যগুলো শ্রেষ্ঠ না ‘ঈসা?’ এরা শুধু বাক-বিতন্ডার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। তিনি তো ছিলেন আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনী ইস্রাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।’’

33

33

. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, প্রাগুক্ত, ১/৩১৩, ৬/৩০২। আয়াতটি সূরা আয-যুখরুফঃ ৫৭-৫৯।
42